(আমীরে আহলে সুন্নাত এর লিখিত কিতাব
"গীবতের ধ্বংসলীলা" থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর চতুর্থ অংশ)

জান্নাতের নেয়ামতরাজি

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

এর বিষয়বস্তু **"গীবতের ধ্বংসলীলা"** এর ৯৩-১০৭ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

জান্নাতের নেয়ামতরাজি

আত্তারের দোয়া

হে **রব্বে মুস্তফা**! যে ব্যক্তি **"জান্নাতের নেয়ামতরাজি"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে জান্নাতের মহান নেয়ামতরাজি নসীব করো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হলো জুমা, এই দিন হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিউল্লাহ (عَلَیْهِ السَّلَام) সৃষ্টি হন, এই দিনেই তাঁর মুবারক রূহ কবয করা হয়, এই দিনেই শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে এবং এই দিনেই ধ্বংসযজ্ঞতা শুরু হবে, সুতরাং এই দিনে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ শরীফ আমার কাছে পৌঁছানো হয়। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার ওফাতের পর আপনার নিকট দরূদ শরীফ কিভাবে পৌঁছানো হবে? ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কিরামের** عَلَیْهِمُ السَّلَام **শরীরকে খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।** (সুনানে আবু দাউদ, ১/৩৯১, হাদীস ১০৪৭)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীযের কর্মপদ্ধতি

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বরকতময় খেদমতে এক লোক উপস্থিত হলো আর সে আরেকজনের বিরুদ্ধে কিছু নেতিবাচক কথা বললো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: তুমি যদি চাও, তবে আমি তোমার ব্যাপারে তদন্ত করবো! যদি তুমি মিথ্যুক হও তবে (তোমার উপর) এই আয়াতে মুবারাকার হুকুমই বর্তাবে:

اِنۡ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوۡۤا

(পারা ২৬, সূরা হুজুরাত, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যদি কোন ফাসিক তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনে, তবে তা যাচাই করে নাও।

আর যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে (তোমার উপর) এই আয়াতে করীমার হুকুমই বর্তাবে:

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيۡمٍ ﴿۱۱﴾

(পারা ২৯, সূরা ক্বলম, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: খুব নিন্দুক এদিকের কথা ওদিকে লাগিয়ে খুব বিচরণকারী।

আর যদি চাও, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো! সে আরয করলো: হে আমীরুল মুমিনীন! ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আমি এরূপ (অর্থাৎ গীবত ও চোগলখুরী) করবো না। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩/১৯৩)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

তুমি আমার নিকট তিনটি বিপর্যয় নিয়ে আসলে

এক ব্যক্তি কোন এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট তাঁর বন্ধুর কিছু নেতিবাচক কথাবার্তা বললো। এতে সেই বুযুর্গ বললেন: আফসোস! তুমি আমার নিকট তিনটি বিপর্যয় নিয়ে আসলে: (১) আমাকে আমার ইসলামী ভাইয়ের প্রতি **ঘৃণার** উদ্রেক করলে, (২) এর কারণে আমার **মন**কে (আশংকা ও কুমন্ত্রণায়) লিপ্ত করলে এবং (৩) নিজের বিশ্বস্ত আত্মার উপর **অপবাদ** লাগালে। (অর্থাৎ আমি তোমাকে বিশ্বস্ত মনে করতাম, কিন্তু তুমিতো একজন পেট হালকা লোক!) (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩/১৯৩)

ভালবাসার চোর থেকে বেঁচে থাকুন

বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: জ্ঞানের শত্রু এবং ভালবাসার চোর থেকে বেঁচে থাকুন। এই চোর পরচর্চাকারী এবং চোগলখুর আর চোর তো সম্পদ চুরি করে থাকে, অপরদিকে তারা (গীবত ও চোগলখুররা) মানুষের ভালবাসা চুরি করে থাকে।

(আল মুস্তাতরাফ, ১/১৫১)

পৃথক হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধাবস্থায়

হযরত সায়্যিদুনা মনছুর বিন যাযান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহর শপথ!** আমার নিকট সাধারনত যেই এসে বসে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত চলে না যায়, ততক্ষণ আমি যেনো তার সাথে যুদ্ধাবস্থায় থাকি, কেননা সে আমাকে আমার বন্ধুর প্রতি ঘৃণা প্রদান করা থেকে বিরত

www.dawateislami.net

থাকে না, অথবা আমার গীবতকারীদের গীবত আমার নিকট পৌঁছিয়ে আমাকে বিব্রত করে দেয় এবং পরীক্ষায় ফেলে দেয়। (তাম্বিহুল মুগ্‌তাররিন, ১৯৬ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمين صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাচোঁ চুগলীউঁ সে সদা ইয়া ইলাহী
মুঝে গীবতোঁ সে বাচা ইয়া ইলাহী
দেয় তওফীকে সাদিক ও ওয়াফা ইয়া ইলাহী
কভী ভি লাগাওঁ না তুহমত কিসি পর

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَی الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

মাদানী চ্যানেলের বদৌলতে মৃত্যুর সতের দিন পূর্বে ঈমান নসীব হয়ে গেলো

সিদ্দিকাবাদের (বাবুল মদীনা, করাচীর) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হলো: ২০ এপ্রিল ২০০৯ ইংরেজী রোজ সোমবার বাবুল মদীনা করাচীতে বসবাসকারী প্রায় ৫০ বছর বয়সী একজন অমুসলিম যখন মাদানী চ্যানেলে ইসলামের যথার্থ শিক্ষা শুনতে পেলো, তখন اَلْحَمْدُ لِله প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহন করে নিলো, তার ইসলামী নাম মুহাম্মদ সিদ্দিক রাখা হলো। সে বৃহস্পতিবার **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিতব্য সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করলো এবং اَلْحَمْدُ لِله আশিকানে রাসূলের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুন্নাত

প্রশিক্ষণের ১২ দিনের মাদানী কাফিলায় মুসাফিরও হয়ে গেলো। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরার দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিন বাবুল মদীনা করাচীর নিকটস্থ কাকরি গ্রাউন্ডে একটি গাড়ি তাকে পিষ্ট করে দিলো, এই মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় তার জীবন বাতি নিভে গেলো। আর এভাবেই সে ইসলামের অমূল্য রত্নের অধিকারী হওয়ার প্রায় ১৭ কিংবা ১৮ দিন পর এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলো। **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দিক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদানী চ্যানেল কি মুহিম হে নফস ও শয়তাঁ কি খেলাফ
জু ভি দেখেগা করেগা اِنْ شَآءَالله **এ'তেরাফ**
নফসে আম্মারা পে ধারাব এ্যয়ছি লাগেগী জোরদার
শরমে ইচইয়াঁ কে সবব হোগা গুনাহগার আশকবার

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুর পূর্বে কেউ সংশোধন হয়ে যায় আর কেউ বিগড়ে যায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সৌভাগ্যবান বান্দার মৃত্যুর ১৭ কিংবা ১৮ দিন পূর্বেই ঈমানের দৌলত নসীব হয়ে গেলো। **আল্লাহ পাকে**র গোপন ব্যবস্থাপনা কার ব্যাপারে কিরূপ তা কেউ জানেনা, **আল্লাহ পাক** হলেন অমুখাপেক্ষী, কেউ তার সারাজীবন কুফরিতে অতিবাহিত করলো কিন্তু মৃত্যুর সময় ঈমানের দৌলতে সৌভাগ্যবান হয়ে যায়, আবার কেউ সারাজীবন নেকীর মাঝে অতিবাহিত করার পরও মৃত্যুর সময় মন্দ পরিনতির শিকার হয়। আমরা **আল্লাহ পাকে**র নিকট কল্যাণ প্রার্থনা

করছি। একটি শিক্ষণীয় হাদীসে পাক লক্ষ্য করুন: উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا থেকে বর্ণিত, যখন **আল্লাহ্ পাক** কোন বান্দার মঙ্গল কামনা করেন, তখন তার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন, যে তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে থাকে, অবশেষে সে কল্যাণের উপর মারা যায় এবং লোকেরা বলে: অমুক ব্যক্তি ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে। যখন এরূপ সৌভাগ্যবান ও নেককার ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তার প্রাণ দ্রুত বের হওয়ার জন্য ছটফট করে। তখন সে **আল্লাহ্ পাকের** সাক্ষাত পছন্দ করে এবং **আল্লাহ্ পাকও** তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। যখন **আল্লাহ্ পাক** কারো অমঙ্গল কামনা করেন, তখন মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে একজন শয়তানকে নিযুক্ত করে দেন, যে তাকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে, অবশেষে সে খারাপ সময়ে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যু যখন তার নিকট উপস্থিত হয়, তখন তার প্রাণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন সে ব্যক্তি **আল্লাহ্ পাকের** সাক্ষাৎ পছন্দ করেনা এবং **আল্লাহ্ পাকও** তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন না।

(মুসনাদে ইবনে রাহ্‌বায়, ৩/৫০৩)

ঈমান পে দেয় মউত মদীনে কি গলি মে
মদফন মেরা মাহবুব কে কদমোঁ মে বানা দেয়

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈমানের উচ্ছাস এসেছে, ফয়যানে মদীনাতে

সুলতানাবাদের (বাবুল মদীনা করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো: আমাদের এলাকায় একজন অমুসলিম (বয়স প্রায় ৩০ বছর) তার বন্ধুবান্ধবের সাথে থাকতো, যাতে কয়েকজন মুসলমানও ছিলো, বর্তমান যুগের অধিকাংশ যুবকের মতো তারাও ক্যাবল লাইনে সিনেমা নাটক দেখতো। ১৪২৯ হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে যখন মাদানী চ্যানেলের যাত্রা শুরু হলো, তখন ক্যাবলে এর মাদানী অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হতে লাগলো। সেই অমুসলিম যখন এই অনুষ্ঠানমালা দেখলো তখন তার খুবই ভাল লাগলো। এখন সে প্রায়ই মাদানী চ্যানেলই দেখতে লাগলো, মাদানী চ্যানেলের বরকতে অবশেষে সে কুফরির অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ এবং ইসলামের আলো দ্বারা নিজের অন্তরকে আলোকিত করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় উপস্থিত হলো এবং কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো। অতঃপর সেই ইসলামী ভাই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় হাজার হাজার ইসলামী ভাই এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকের সামনে হুযুরে গাউসে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মুরিদ হয়ে কাদেরী রযবীও হয়ে গেলো। জামাআত সহকারে নামায পড়া শুরু করলো, চেহারায় দাড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলো, মাঝে মধ্যে মাথায় সবুজ পাগড়ী পরিধান করে এর ফয়যও অর্জন করতে লাগলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় কোরআন মজীদ পড়ার প্রচেষ্টাও শুরু করে দিলো। সাহারায়ে মদীনা, মদীনাতুল

আউলিয়া মুলতান শরীফে অনুষ্ঠিতব্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা আন্তর্জাতিক ইজতিমায়ও অংশগ্রহণ করলো। **আল্লাহ পাক** তাকে এবং আমাদেরকে ঈমানের উপর অবিচল রাখুক।

اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নাচ গানোঁ অউর ফিল্মোঁ সে ইয়ে চ্যানেল পাক হে
মাদানী চ্যানেল হক বয়াঁ করনে মে ভি বে বাক হে
মাদানী চ্যানেল মে নবী কি সুন্নাতোঁ কি ধুম হে
অউর শয়তানে লাঈন রাঞ্জুর হে মাগমুম হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩২, ৬৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না

হযরত সায়্যিদুনা ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না (১) যে হারাম মাল ভক্ষণ করে (২) যে অত্যাধিক গীবত করে (৩) যে মুসলমানের প্রতি হিংসা পোষন করে। (তাম্বিহুল গাফেলীন, ৯৫ পৃষ্ঠা)

জান্নাতের নিশ্চয়তা

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি নিজের ঘরে বসে থাকে আর কোন মুসলমানের গীবত করে না, তবে **আল্লাহ পাক** তার জন্য (জান্নাতের) জামিন হবেন।”

(আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবরানী, ৩/৪৬, হাদীস ৩৮২২)

জান্নাতে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায পড়ে, তার পরিবার পরিজন বেশী এবং সম্পদ কম আর সে ব্যক্তি মুসলমানের গীবত করে না, আমি ও সে জান্নাতে এ দু'টির ন্যায় থাকবে। (অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় একত্র করে দেখালেন) (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ১/৪২৮, হাদীস ৯৮৬)

জান্নাতের ২২টি ঝলক

হে আশিকানে রাসূল! سُبۡحٰنَ اللّٰه! বর্ণিত হাদীসে পাকে জান্নাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য লাভের কি সুন্দর মাদানী ব্যবস্থাপত্র বর্ণনা করা হয়েছে। سُبۡحٰنَ اللّٰه! سُبۡحٰنَ اللّٰه! سُبۡحٰنَ اللّٰه! জান্নাতের মহত্বের কথাই বা কি বলবো! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** প্রথম খন্ডের (১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত) ১৫২-১৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত **"জান্নাতের বর্ণনা"** অধ্যায় থেকে জান্নাতের কয়েকটি ঝলক লক্ষ্য করুন, اِنۡ شَآءَ اللّٰه মুখে পানি চলে আসবে। **আল্লাহ পাকের** রহমতপূর্ণ জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে যান এবং তা পাওয়ার চেষ্টা বৃদ্ধি করে দিন, যেমনটি লিপিবদ্ধ রয়েছে: ✿ যদি জান্নাতের কোন নখ পরিমাণ জিনিস দুনিয়ায় প্রকাশ পায়, তবে সমগ্র আসমান ও জমিন তা দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে যাবে। ✿ যদি জান্নাতীদের বালা (অর্থাৎ হাতের

একটি অলংকার) প্রকাশ পায়, তবে সূর্য্যের আলোকে মিটিয়ে দিবে, যেমনিভাবে সূর্য্য নক্ষত্রের আলোকে মিটিয়ে দেয়। ✿ জান্নাতের এতটুকু জায়গা যাতে চাবুক রাখা যায়, তা দুনিয়া ও এর মধ্যকার সকল কিছু থেকে উত্তম। ✿ জান্নাতের দেয়াল সমূহ স্বর্ণ ও রূপার ইট এবং মেশকের আস্তর (প্লাস্টার) দ্বারা নির্মিত। ✿ জান্নাতে জান্নাতীরা সব ধরণের সুস্বাদু খাবার খেতে পারবে, যাই চাইবে সাথেসাথেই তাদের সামনে উপস্থিত হবে। ✿ যদি কোন পাখি দেখে এর মাংস খেতে ইচ্ছে করে তবে তৎক্ষণাৎ ভূনা হয়ে তার সম্মুখে এসে যাবে। ✿ যদি পানি পান করার ইচ্ছে করে তবে পানির পাত্র স্বয়ং তাদের হাতে এসে যাবে, তাতে চাহিদা অনুযায়ী পানি, দুধ, শরাব, মধু থাকবে, তাদের চাহিদার চেয়ে বিন্দু পরিমাণ বেশীও থাকবে না, কমও থাকবে না, পান করার পর তা যথাস্থানে নিজে নিজে ফিরে যাবে। ✿ সেখানকার শরাব দুনিয়ার মতো নয়, যাতে দুর্গন্ধ, তিক্ততা এবং নেশা থাকে আর তা পানকারী মাতালও হয়ে যায়, নিজের আয়ত্বের বাইরে এসে অহেতুক বকাবকি করে, সেই পবিত্র শরাব এসবকিছু থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত থাকবে। ✿ সেখানে অপবিত্রতা, আবর্জনা, পায়খানা, প্রস্রাব, থুথু, শ্রেষ্মা, কানের ময়লা, শরীরের ময়লা একবোরেই থাকবেনা। ✿ একটি সুগন্ধময় স্বস্তিদায়ক ঢেকুর আসবে, সুগন্ধময় আরামদায়ক ঘাম বের হবে। ✿ সকল খাবার হজম হয়ে যাবে। ✿ ঢেকুর ও ঘাম থেকে মেশকের সুগন্ধ বের হবে। ✿ সর্বদা মূখ থেকে ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তাসবীহ ও তাকবীর শ্বাস-প্রশ্বাসের

ন্যায় অব্যাহত থাকবে। ✿ কমপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির সেবায় দশ হাজার খাদিম দাঁড়িয়ে থাকবে, প্রত্যেক সেবকের এক হাতে থাকবে স্বর্ণের পেয়ালা এবং অপর হাতে থাকবে রৌপ্যের পেয়ালা আর প্রত্যেক পেয়ালায় নতুন নতুন রঙের নেয়ামত থাকবে, যতই খাবে স্বাদ ও তৃপ্তি কমবে না বরং বাড়তেই থাকবে, প্রত্যেক গ্রাসে সত্তর রকমের স্বাদ অনুভূত হবে, প্রতিটি স্বাদ অপরটি থেকে ভিন্ন হবে, সকল স্বাদ এক সাথেই অনুভূত হবে, একটির স্বাদ অপরটির জন্য প্রতিবন্ধক হবে না। ✿ জান্নাতীদের না পোশাক পুরাতন হবে, না তাদের যৌবন শেষ হবে। ✿ যদি জান্নাতের কাপড় দুনিয়ায় পরিধান করানো হয়, তবে তা স্বয়ং নিজে দেখেই বেঁহুশ হয়ে যাবে এবং মানুষের চোখ তা সহ্য করতে পারবে না। ✿ যদি কোন হুর সমুদ্রে থুথু নিক্ষেপ করে, তবে তার থুথুর মিষ্টতার কারণে সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যাবে, অপর বর্ণনায় এসেছে: যদি জান্নাতের মহিলারা সাত সমুদ্রে থুথু নিক্ষেপ করে, তবে সমুদ্রের পানি মধুর চেয়েও মিষ্টি হয়ে যাবে। ✿ মাথার চুল, চোখের পলক এবং ভ্রু ব্যতিত জান্নাতীদের শরীরে আর কোন লোম থাকবে না, সবাই লোমহীন হবে, সুরমা নয়না চোখ, ত্রিশ বছর বয়সীর মতো মনে হবে কখনো এর চেয়ে বেশী বয়সী মনে হবেনা। ✿ অতঃপর লোকেরা (**আল্লাহ পাকের** আদেশে) একটি বাজারে যাবে, যা ফিরিশতারা ঘিরে রাখবে, তাতে ঐসকল জিনিস থাকবে, যার সমতুল্য না কোন চোখে দেখেছে, না কোন কানে শুনেছে, না কোন অন্তরে এর ভাবনা উদয় হয়েছে, সেখান থেকে যা

চাইবে, তা তাদের সাথে করে দেয়া হবে এবং বেচাকেনা হবে না। ✿ জান্নাতীরা সেই বাজারে পারস্পরিক সাক্ষাৎ করবে, নিম্ন মর্যাদা সম্পন্নরা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নদের দেখবে, তাদের পোশাক পছন্দ করবে, তখনো কথাবার্তা শেষ না হতেই তারা খেয়াল করবে, আমার পোশাকই তার চেয়ে উত্তম এবং তা এই কারণেই যে, জান্নাতে কারো কোন চিন্তা থাকবে না। ✿ জান্নাতীরা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে একজনের আসন অপরজনের নিকট চলে যাবে। তাদের মধ্যে **আল্লাহ পাকে**র নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সে হবে, যে সকাল সন্ধ্যা **আল্লাহ পাকে**র দীদার লাভে ধন্য হবে। ✿ যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করে নিবে, তখন **আল্লাহ পাক** তাদেরকে ইরশাদ করবেন: আর কিছু কি চাওয়ার আছে, যা তোমাদেরকে দিবো? আরয করবে: তুমি আমাদের মূখ উজ্জল করেছো, জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছো, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছো। তখন যে পর্দা সৃষ্টির মাঝে ছিলো তা উঠিয়ে দেয়া হবে তখন **আল্লাহ পাকে**র দীদারের চেয়ে বড় কোন কিছুই থাকবে না।

اَللّٰھُمَّ ارْزُقْنَا زِیَارَۃَ وَجْھِکَ الْکَرِیْمِ بِجَاہِ حَبِیْبِکَ الرَّؤُوْفِ الرَّحِیْمِ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالتَّسْلِیْمُ، امین

(অনুবাদ: হে আল্লাহ! তোমার হাবীব, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওছিলায় তোমার দীদার নসীব করো। আমীন।

আল্লাহ করম ইতনা গুনাহগার পে ফরমা
জান্নাত মে পড়োসী মেরে আ'ক্বা কা বানা দে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুর লাভের আমল

হে আশিকানে রাসূল! গীবত ও গুনাহে ভরা কথাবার্তা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন এবং নিজেকে জান্নাতের অধিকারী বানান। জিহ্বাকে একটু নাড়ুন, اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْم এর ওযীফা মুখে আনুন এবং জান্নাতের হুর লাভ করুন। যেমনটি এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চল্লিশ বছর পর্যন্ত **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করলো। একবার দোয়া করলো: হে **আল্লাহ!** তোমার দয়ায় জান্নাতে আমি যা কিছু পাবো, তার কোন ঝলক দুনিয়ায়ও দেখিয়ে দাও। তখনো দোয়া অব্যাহত ছিলো, হঠাৎ মেহরাব বিদীর্ন হলো এবং সেদিক দিয়ে এক সুন্দরী রূপসী লাবন্যময়ী জান্নাতী হুর আবির্ভূত হলো, সে বললো: তোমাকে জান্নাতে আমার মতো একশ হুর প্রদান করা হবে, যাদের প্রত্যেকের একশ জন করে সেবিকা থাকবে এবং প্রত্যেক সেবিকার একশ জন করে দাসী থাকবে আর প্রত্যেক দাসীর একশ জন করে ব্যবস্থাপক থাকবে। এ কথা শুনে সেই বুযুর্গ আনন্দে আন্দোলিত হয়ে উঠলো এবং জিজ্ঞাসা করলো: কেউ কি জান্নাতে আমার চেয়েও বেশী পাবে? উত্তর দিলো: এতটুকু তো সাধারণ ঐ জান্নাতীও পাবে, যে সকাল সন্ধ্যা اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْم পাঠ করে থাকে। (রওযুর রিয়াহীন, ৫৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসলমানের সম্ভ্রম ইত্যাদি অপর মুসলমানের উপর হারাম

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানের সবকিছুই অপর মুসলমানের জন্য হারাম, তার সম্পদ এবং তার সম্ভ্রম ও তার রক্ত। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে নিকৃষ্ট মনে করে।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪/৩৫৪, হাদীস ৪৮৮২)

অহংকার কাকে বলে?

হে আশিকানে রাসূল! নিজের চাইতে কাউকে নিকৃষ্ট মনে করাকে অহংকার বলে। অহংকার তো স্বয়ং হারাম, তাছাড়া এর কারণে গীবতের মতো গুনাহও সংঘটিত হয়ে থাকে। অহংকারী ব্যক্তি যাকে নিকৃষ্ট মনে করে, তাকে উপহাস করে থাকে, **আল্লাহ পাক** ২৬তম পারার সূরা হুজরাতের ১১নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا یَسۡخَرۡ قَوۡمٌ مِّنۡ قَوۡمٍ عَسٰۤی اَنۡ یَّکُوۡنُوۡا خَیۡرًا مِّنۡهُمۡ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنۡ نِّسَآءٍ عَسٰۤی اَنۡ یَّکُنَّ خَیۡرًا مِّنۡهُنَّ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদার গণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাস কারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।

কাউকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখোনা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "سُخْرِيَّه" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যাকে বিদ্রুপ করা হয়, তার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকানো। **আল্লাহ পাকের** এই আদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাউকে নিকৃষ্ট মনে করোনা, হতে পারে সে **আল্লাহ পাকের** নিকট তোমার চেয়ে উত্তম, শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর নৈকট্যশীল। যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অনেক দুর্দশাগ্রস্থ, বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট এবং ছেড়া ও পুরাতন কাপড় পরিহিত লোক এমন রয়েছে, যাদেরকে কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনা, কিন্তু তারা যদি **আল্লাহ পাকের** প্রতি কোন বিষয়ে শপথ করে নেয়, তবে (**আল্লাহ পাক**) তা অবশ্যই তাকে পূরণ করে দেন।" (সুনানে তিরমিযী, ৫/৪৫৯, হাদীস ৩৮৮০) অভিশপ্ত শয়তান হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام কে নিকৃষ্ট মনে করেছিলো, তখন **আল্লাহ পাক** তাকে চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত করে দিলেন আর হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام চির সম্মানের সহিত সফল হয়ে গেলেন, এ দু'জনের মধ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে। এখানে এই অর্থেরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অপর কাউকে নিকৃষ্ট মনে করো না, কেননা হয়তো সে সম্মানিত হয়ে যাবে আর তুমি অপদস্ত হয়ে যাবে, অতঃপর সে তোমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবে।

لَاتُهِيْنَ الْفَقِيْرَ عَلَّكَ اَنْ
تَرْكَعَ يَوْمًا وَّالدَّهْرُ قَدْرَفَعَهُ

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ দরিদ্রকে অপদস্ত করোনা, হতে পারে তুমি একদিন দরিদ্র হয়ে যাবে এবং যুগের মালিক তাকে ধনী বানিয়ে দিবেন।)

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কবায়ির, ২/১১)

কে মুসলমান? কে মুহাজির?

হে আশিকানে রাসূল! মুসলমানের জন্য আবশ্যক যে, তার পক্ষ থেকে কোন মুসলমান যেনো কোন ধরনের অন্যায়ভাবে কষ্ট না পায়, তার সম্পদ লুন্টন না করে, মানহানি না করে, ধমক না দেয়, মারধর না করে তাছাড়া মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের কি সম্পর্ক! তারা তো একে অপরের রক্ষক। যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “(প্রকৃত) মুসলমান সেই, যার জিহ্বা ও হাত দ্বারা মুসলমানরা কষ্ট পায়না আর (প্রকৃত) মুহাজির সেই, যে ঐসকল বিষয় পরিত্যাগ করে, যা **আল্লাহ পাক** নিষেধ করেছেন।” (সহীহ বুখারী, ১/১৫, হাদীস ১০)

অত্র হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রকৃত মুসলমান সেই, যে আভিধানিক এবং শরয়ী উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান। (আর) সেই প্রকৃত মুমিন, যে কোন মুসলমানের গীবত করেনা, গালি, ভৎর্সনা, চোগলখুরী ইত্যাদি করেনা, কাউকে মারধর করেনা, তার বিরুদ্ধে কিছু লিখেনা। আরো বলেন: প্রকৃত মুহাজির হচ্ছে সেই মুসলমান, যে স্বদেশ ত্যাগের পাশাপাশি গুনাহও ত্যাগ করে, অথবা গুনাহ বর্জন করাও আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিজরত, যা চিরদিনের জন্য বহাল থাকবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৯)

ইশারায় কষ্ট দেয়াও জায়িয নয়

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নেই যে, অপর কোন মুসলমানকে ভীত সন্ত্রস্ত করা।” (সুনান আবু দাউদ, ৪/৩৯১, হাদীস ৫০০৪) অন্যত্র ইরশাদ করেন: “মুসলমানের জন্য জায়িয নেই যে, অপর মুসলমানের দিকে চোখ দ্বারা এভাবে ইশারা করা, যাতে সে কষ্ট পায়।”

(আয যুহদ লিইবনে মুবারক, ২৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৭৭। ইত্তিহাফুস সা'দাত লিয যাবীদি, ৭/১৭৭)

অসহনীয় চুলকানী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতে তো মুসলমানকে কষ্ট দেয় খুবই সহজ মনে হয়। তাদের বকাঝকা করা, ভৎর্সনা করা, গীবত করা, অপবাদ জুড়ে দেয়া কিন্তু **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হলে আখিরাতে এসমস্ত কিছু অনেক ভারি বোঝা হবে, আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **‘জুলুমের পরিনতি’** এর ১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন সাজরা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যেরূপ সমুদ্রের কিনারা থাকে, জাহান্নামেরও কিনারা আছে, যেখানে বড় বড় উটের মত সাপ এবং খচ্চরের মত বিচ্ছু রয়েছে। জাহান্নামীরা যখন আযাব কমানোর আবেদন করবে, তখন আদেশ হবে কিনারা দিয়ে বাইরে বের হও, তারা যখনই বের হবে, তখন সেই সাপগুলো তাদের ঠোঁট এবং চেহারাকে ধরে ফেলবে অতঃপর তাদের চামড়াও খসিয়ে ফেলবে, তারা সেখান থেকে বাঁচার জন্য আগুনের দিকে পালাতে থাকবে, অতঃপর তাদের চুলকানিতে

আক্রান্ত করে দেয়া হবে, তা এমনভাবে চুলকাবে যে, তাদের চামড়া মাংস সব কিছু খসে পড়বে আর শুধুমাত্র তাদের হাঁড়গুলো অবশিষ্ট থাকবে, তখন তাদেরকে ডাকা হবে: হে অমুক! তোমাদের কি কষ্ট হচ্ছে? তারা বলবে: হ্যাঁ। তখন বলা হবে, এটা সেই কষ্টেরই প্রতিশোধ, যা তোমরা মুমিনদেরকে দিয়েছিলে।"

(আত তারগিব ওয়াত তারহীব, ৪/২৮০, হাদীস ৫৬৪৯)

এ্যায় খাচায়ে খাটানে রুসুল ওয়াক্তে দোয়া হে
উম্মত পে তেরি আ'কে আজব ওয়াক্ত পড়া হে
তদবির সাম্ভালনে কি হামারে নেহি কোয়ি
হ্যাঁ ইক দোয়া তেরি কেহ মকবুল খোদা হে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জশ্নে বিলাদতের বরকতে ভাগ্য খুলে গেলো

গীবত করা ও শুনার অভ্যাস পরিহার করতে, নামায ও সুন্নাতের উপর আমলের অভ্যাস গড়তে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন, সফল জীবন অতিবাহিত করা এবং আখিরাতকে সজ্জিত করতে মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করত: প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন এবং আশিকানে রাসুলের সাথে মিলে মহা সমারোহে **জশ্নে**

মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাড়া জাগান, এর বকরত সম্পর্কে কিইবা বলবো! কাশ্মীরের জেলা সাদহানাওতীর তরাটকহল শহরের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলোঃ ১৪৩০ হিজরীর রবিউল আউয়াল শরীফের মাসের ১২ তারিখ রজনীতে আমাদের এখানকার মসজিদে **জশনে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন উপলক্ষ্যে সবুজ পতাকা এবং লাইটিং করার কাজ চলছিলো। ইত্যবসরে চারজন নেশাখোর ব্যক্তি মসজিদের ইমাম সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলোঃ আমরা মাদকদ্রব্য সেবনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হলো যে, আজ পবিত্র **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রজনীতেও কি আমরা মাদকদ্রব্য সেবনের গুনাহে মত্ত থাকবো! কেনই বা আজ আমরা তাওবা করে নিবো না, তাই আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। অতঃপর তারা তাওবা করে নিলো এবং মসজিদে অনুষ্ঠিত **জশনে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাহফিলে বরকত অর্জনের জন্য অংশগ্রহন করলো। ইমাম সাহেব **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগ করলেন, ইসলামী ভাইয়েরা মসজিদে আসলো এবং তারা তাদের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দচিত্তে সাক্ষাৎ করলো এবং সাথেসাথেই মাদানী কাফেলার রুটিন অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণ শুরু করে দিলো, তাদের শেখার প্রতি আগ্রহ ছিলো দেখার মতো। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه **জশনে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে তারা নিয়মিত নামায পড়ার, দাঁড়ি মুবারক দ্বারা নিজেদের সজ্জিত করার, ৬৩ দিনের সুন্নাতে ভরা তরবিয়্যাতী কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন

করার এবং মসজিদ আবাদ করাসহ ইত্যাদি নেকী সম্পাদনের ভাল ভাল নিয়্যতও করে নিলো, তাছাড়া পরিবার পরিজনসহ সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মুরীদ হয়ে গেলো। এ বর্ণনাটি দেয়ার সময় **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে তাদের সম্পৃক্ত হওয়ার মাত্র কয়েকদিন হয়েছিলো অথচ তখন তারা সুন্নাতের প্রশিক্ষণের ১২ দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সাথে সফররত ছিলো।

খুব ঝোমো এ্যয় গুনাহ্গারো! তোমারি ঈদ হে
হো গেয়া বখশিশ কা সামাঁ ঈদে মিলাদুন্নবী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলোকসজ্জা দেখে কাফের ইসলাম কবুল করে নিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! জশ্নে **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও কেমন মাদানী বাহার। আশিকানে রাসূল জশ্নে **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদ্যাপন করে বলেই তো সেই নেশাখোররা এই রহমতপূর্ণ রাত সম্পর্কে জানতে পারলো এবং তাদের অন্তরে এর সম্মান জাগলো আর সোজা এই মসজিদেই চলে এলো যেখানে জশনে **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোকসজ্জার কাজ চলছিলো ও সবুজ পতাকা উড়ছিলো। **জশ্নে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোকসজ্জার কী আশ্চর্য বরকত। একজন ইসলামী ভাই আমাকে জানালো যে, একদা জশনে **ঈদে**

মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদ্‌যাপন উপলক্ষে মসজিদকে নতুন সাজে সজ্জিত করা হয়েছিলো, একজন অমুসলিম মসজিদের পাশ দিয়ে গমনকালে সাজানোর উপলক্ষ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তাকে জানানো হলো যে, আমরা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের (শুভাগমনের) খুশিতে এই আজিমুশ্‌শান আলোকসজ্জা করেছি, তখন তার অন্তর **শেষ নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ত্বে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো যে, বর্তমানে শুভাগমনের ১৫০০ বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা আপন **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশ্‌নে বিলাদত এমন শান শওকতের সহিত উদযাপন করছে এবং নিজেদের মসজিদ ও ঘরকে এমনভাবে সজ্জিত করছে! ব্যস এটাই সত্য দ্বীন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে কুফরী হতে তাওবা করে নিলো, কলেমা পাঠ করলো আর ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিজের স্থান করে নিলো।

জশ্‌নে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোকসজ্জা

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **'মলফুযাতে আলা হযরত'** (৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত) এর ১৭৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

প্রশ্ন: **মিলাদ শরীফে** ঝাড়বাতি, ফানুস, লণ্ঠন ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা অপচয় কিনা?

উত্তর: ওলামারা বলেন: لَا خَيْرَ فِي الْاِسْرَافِ وَلَا اِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ (অর্থাৎ অপচয়ে কোন কল্যাণ নেই এবং কল্যাণের কাজে ব্যয় করাতে কোন অপচয়

নেই।) যা দ্বারা যিকির শরীফের সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়, তা কখনোই নিষিদ্ধ হতে পারেনা।

এক হাজার প্রদীপ

ইমাম গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **ইহ্ইয়াউল উলুম শরীফে** সৈয়দ আবু আলী রোজবারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ থেকে উদ্ধৃত করেন: একজন নেককার বান্দা যিকির শরীফের মজলিসের আয়োজন করলেন এবং এতে একহাজার প্রদীপ দ্বারা আলোকিত করলেন। এক বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোক এসে এসব অবস্থা দেখে ফিরে যেতে লাগলো। মজলিসের আয়োজক তার হাত ধরলেন এবং ভিতরে নিয়ে গিয়ে বললেন: যেসমস্ত প্রদীপ আমি **আল্লাহ** ব্যতিত অন্য কারো জন্য জ্বালিয়েছি তা নিভিয়ে দিন। শত চেষ্টা করে একটি প্রদীপও নিভাতে পারলো না।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ২/২৬)

লেহ্‌রাও সবজ্ পরচম এ্যয় ইসলামী ভাইয়োঁ!
ঘর ঘর করো চেরাগাঁ কেহ ছরকার আগেয়ে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوۡبُوۡا اِلَى الله! اَسۡتَغۡفِرُ الله
صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআন সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিখায় এবং যা কিছু কুরআনে পাকে রয়েছে তার উপর আমল করে (অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী আমল করে), কুরআন শরীফ তার জন্য সুপারিশ করবে এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ৪১/৩। মু'জাম কবীর, ১০/১৯৮, হাদীস: ১০৪৫০)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net